ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 087 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৮৭ ● কলকাতা ● ১৬ চৈত্র, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ৩১ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বাসন্তীতে পুলিশকে বাঁশপেটার অভিযোগ, অভিযুক্ত ৬০ বছরের বৃদ্ধ-সহ ধৃত একাধিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাসন্তীকে পুলিশকে রাস্তায় ফেলে মারধরের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জাকির-সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বাসন্তী থানার নতুন আইসি প্রবীর ঘোষের নেতৃত্বে গত রাতে এক বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ। প্রধান তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে অন্যতম হল ৬০ বছর বয়সী জাকির হোসেন মোল্লা।বাসন্তী থানার সাব ইন্সপেক্টর সৌরভ গুহকে রাস্তায় ফেলে বাঁশপেটা করা হয় বলে অভিযোগ। আহত হন আরও ৬-৭ জন পুলিশ কর্মী। ঘটনার পর সরাসরি কমিশনের কোপে পড়লেন বাসন্তী থানার আইসি অভিজিৎ পাল। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে তাঁকে সাসপেন্ড করেছে কমিশন। সাসপেনশন অর্ডারে স্পষ্ট

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 246

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

গুরুর বলাও অসঙ্গতই হয়। বলার সময় তাঁর কথাও কখন বোঝা যায় না। সাধারণতঃ গুরুর কথা তাঁর জীবনকালে বোঝাই যায় না। মানে গুরু প্রবচন দেওয়ারও কাজের নয়। তা শুনেও কোন জ্ঞান মেলে না কারণ তিনিও তা শুনে প্রাপ্তই করেননি।

যেভাবে ধ্যান তাঁর প্রাপ্ত হয়েছে, সেইভাবে তুমি যতক্ষণ না প্রাপ্ত করবে, ততক্ষণ তার সব কথা বাজে কথা মনে হবে।

ক্রমশঃ

কমিশনের নয়া নির্দেশিকায় জোর বিতর্ক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পর্ণশ্রী থানার ওসির দায়িত্বে কমিশন নিয়ে আসে টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে। রবিবার রাতে প্রকাশিত হওয়া বদলির তালিকায় তাঁর নাম ছিল ৬ নম্বরে। আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার সময় অভিজিৎ মণ্ডল ছিলেন টালা থানার ওসি।পাটুলি থানার ওসি হয়েছেন জয়ন্ত সরকার। গড়িয়াহাট থানার ওসি হয়েছেন প্রশান্ত মজুমদার। গিরিশ পার্ক থানার ওসি হয়েছেন সিকিউরিটি কন্ট্রোলের সুমিত ঘোষ। নিউ মার্কেটের ওসি হলেন রিজার্ভফোর্সের প্রবীরচন্দ্র মণ্ডল। হেয়ার স্ট্রিট ওসি হয়েছেন রাজীব সাহু, বউবাজার থানার থানার ওসি হলেন রাজীব সরকার, ওয়াটগঞ্জ থানার ওসি হয়েছেন সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ থানার ওসি হলেন সুমন নস্কর। লেক থানার নতুন ওসির পদে এলেন গৌরাঙ্গ হালদার। তারাতলা থানার ওসি হয়েছেন কৌশিক সিংহরায়, বেহালা থানার ওসি হলেন জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়। ট্রাফিকের ওসি লোপসাং শেরিং ভুটিয়া হলেন ঠাকুরপুকুর থানা, সুনীল দেবনাথ হলেন বড়বাজার থানার ওসি। শুভম গুহ হয়েছেন পোলেরহাট থানার ওসি, পিটিএসের দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছেন ভাঙড় থানার ওসি। অরিন্দম পান্ডাকে নাদিয়াল থানা ও জ্যোতির্ময় বসুকে মুচিপাড়া থানার ওসির পদে এনেছে নির্বাচন কমিশন।তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর কমিশনের অন্দরেই হইচই পড়ে যায়। যেখানে এখনও অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চালাচ্ছে, সেখানে তাঁকে কীভাবে থানার ওসি হিসাবে নিযুক্ত করা হল, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনেই (Election Commission) প্রশ্ন ওঠে।

কমিশন সূত্রের খবর, এর পরই বেশি রাতে তড়িঘড়ি সিইও অন্যান্য আধিকারিকদের হোয়াটসঅ্যাপ করে জানান, অনিচ্ছাকৃতভাবে অভিজিৎ মণ্ডলের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। তিনি থানায় যোগ দেবেন না। পর্ণশ্রী থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকই নিজের জায়গায় থেকে যাবেন। পুলিশ মহলেরই খবর, যে ইন্সপেক্টরদের নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন থানার ওসি হিসাবে দায়িত্ব দিয়েছে, তাঁদের একটি বড় অংশেরই সেভাবে থানায় কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই। এর পরই বিভিন্ন মহলে অভিযোগ উঠেছে যে, নির্বাচন কমিশন কোনও হোমওয়ার্ক না করেই ইচ্ছামতো আধিকারিকদের রদবদল করছে। এটা আদৌ নির্বাচন কমিশনের পেশাদারিত্বের পরিচয় দেয় না।

এদিন বদল করা হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর, কালীঘাট থেকে শুরু করে মধ্য কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট, বউবাজার, মুচিপাড়া, উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট, ভাঙড়, পোলেরহাট থানার ওসিকে। ভবানীপুর থানার নতুন ওসি হলেন এসটিএফের ইন্সপেক্টর সৌমিত্র বসু। উৎপলকুমার ঘোষ হলেন ন কালীঘাট কালীঘাট থানার থানার নতুন নতুন। ওসি। আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার নতুন ওসি হয়েছেন শুভদীপ চক্রবর্তী। নিরুপম নাথকে একই সঙ্গে মানিকতলা ও পার্ক স্ট্রিট থানার ওসি ঘোষণা করায় বিভ্রান্তি হয়। প্রিয়ঙ্কর চক্রবর্তী হলেন আলিপুর থানার ওসি। সোমনাথ বিশ্বাস হয়েছেন একবালপুর থানার ওসি। ফৈয়াজ আহমেদ হলেন হরিদেবপুর থানার ওসি। প্রসেনজিৎ ধর হয়েছেন রাজাবাগান থানার ওসি। দিলীপ সরকার হয়েছেন গার্ডেনরিচ থানার ওসি। মনোজকুমার বিশ্বাস হয়েছেন নারকেলডাঙা থানার ওসি। তাপস মণ্ডল হলেন এন্টালি থানার ওসি। জোড়াসাঁকো থানার ওসি হলেন গোয়েন্দা বিভাগের সুশান্ত মণ্ডল।

ওদের চুরি ধরা পড়ে গিয়েছে', সিইও দফতরে ঢোকার আগে তথ্য ফাঁস অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডিতে সভা করতে গিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সবভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখান থেকে ফিরেই সোজা গেলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিসে। আর তার পরেই এক্স পোস্টে ঝড় তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।এছাড়া এই আবহে ট্রাইবুনাল বসবে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির জোকা এলাকায়, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ইনস্টিটিউটে। এখনও পর্যন্ত মোট ৪০ লক্ষ বিচারাধীন ভোটারের নথি নিষ্পত্তির কাজ শেষ হয়েছে। প্রথম তিনটি তালিকাতেই অন্তত ২৮ লক্ষ ভোটারের নাম প্রকাশ হয়েছে। আর ৪০ লক্ষের মধ্যে ১৮ লক্ষ ভোটার অযোগ্য বলে বাদ গিয়েছেন বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। অভিষেকের দাবি, 'একটু সময় নিয়ে এটি দেখুন। প্রশ্ন করুন। কারণ, এটি শুধু রাজনীতি নিয়ে নয়-এটি আমাদের ভোটের পবিত্রতা রক্ষার বিষয়। এই সেই ধরনের 'পরিবর্তন', যা বিজেপি বাংলার ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই এর জবাব দিতে হবে।'আর সেখানে তুলে ধরা হয়, 'আমরা বর্তমানে যা প্রত্যক্ষ করছি, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারে

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ওদের চুরি ধরা পড়ে গিয়েছে', সিইও দফতরে ঢোকার আগে তথ্য ফাঁস অভিষেকের

হস্তক্ষেপ করার একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার ক্রমবর্ধমান লক্ষণ দেখা যাচ্ছে-যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিজেপি। আর নির্বাচন কমিশন যেন এই বিষয়ে চোখ ফিরিয়ে রেখেছে।'

এদিকে প্রচার সেরে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ। আজ, সোমবার বিকেলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিসে যান তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সিইও অফিসে প্রবেশের সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'মানুষের অধিকার রয়েছে-তাদের ভোটের কী হচ্ছে, তা জানার। এটি কোনও তুচ্ছ বিষয় নয়। বরং এটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের একেবারে মূল মর্মের সঙ্গে জড়িত। ফর্ম-৬ দিয়ে বহিরাগতদের নাম ঢোকানো হয়েছে। যা সিইও'র অফিসে জমা হয়ে রয়েছে। ওদের চুরি ধরা পড়ে গিয়েছে। সেই ভিডিও এসে গিয়েছে। এভাবেই ওরা দিল্লি, বিহার, মহারাষ্ট্র জিতেছে।'এদিকে প্রচার সেরে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ। আজ, সোমবার বিকেলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিসে যান তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সিইও অফিসে প্রবেশের সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'মানুষের অধিকার রয়েছে-তাদের ভোটের কী হচ্ছে, তা জানার। এটি কোনও তুচ্ছ বিষয় নয়। বরং এটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের একেবারে মূল মর্মের সঙ্গে জড়িত। ফর্ম-৬ দিয়ে বহিরাগতদের নাম ঢোকানো হয়েছে। যা সিইও'র অফিসে জমা হয়ে রয়েছে। ওদের চুরি ধরা পড়ে গিয়েছে। সেই ভিডিও এসে গিয়েছে। এভাবেই ওরা দিল্লি, বিহার, মহারাষ্ট্র জিতেছে। 'অন্যদিকে এসআইআরের খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ নাম। তারপর আনম্যাপড, লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি নামক টোটকা সামনে নিয়ে আসে নির্বাচন কমিশন। আর অভিষেকের অভিযোগ, 'আমরা বেশ কয়েকটি জেলা থেকে নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট পাচ্ছি যে, বিপুল সংখ্যক 'ফর্ম ৬' (নতুন ভোটার) আবেদন অত্যন্ত সন্দেহজনকভাবে জমা দেওয়া হচ্ছে। এগুলি কোনও সাধারণ বা রুটিন সংযোজন নয়। এই বিষয়ে গভীর উদ্বেগ রয়েছে, এই তালিকাভুক্ত নামগুলির অনেকের সঙ্গেই এমন সব ব্যক্তির যোগসূত্র থাকতে পারে, যাঁদের বাংলার সঙ্গে আদতে কোনও সম্পর্কই নেই-এমন মানুষ যাঁরা এখানে বসবাস করেন না, এখানে কাজ করেন না এবং এই রাজ্যের সঙ্গে যাঁদের কোনও যোগ নেই।'

হলদিয়ার সভা থেকে মমতাকে আক্রমণ শুভেন্দু-ধর্মেন্দ্রর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সপ্তাহের প্রথম দিনেই হলদিয়ায় 'বিজয় সঙ্কল্প সভা' থেকে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু আধিকারী । তাঁর দাবি, নন্দীগ্রামের পাশপাশি এবার ভবানীপুরেও মুখ্যমন্ত্রীকে হারাবেন তিনি ।

এখানেই না থেমে, চাকরি এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। প্রধানের দাবি, বাংলায় চাকরি চাই, মহিলাদের সুরক্ষা চাই। তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে তাঁর অভিযোগ, 'বাংলাকে বাঙালিদের হাতে রাখতে হবে, অনুপ্রবেশকারীদের হাতে নয়। মমতা চান বাংলার শাসন অনুপ্রবেশকারীদের হাতে যাক'। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি তিনি। পারিবারিক রাজনীতির দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, 'মমতা শুধু ভাইপোর জন্য চাকরি খুঁজেছেন। শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের সকল মানুষের জন্য চাকরি খুঁজবেন।'

তাঁর আহ্বান, 'বাংলাকে জামাতের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ হতে দেওয়া যাবে না।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, আসন্ন নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে কোনও ইস্যু নেই। সেই কারণেই খাবার নিয়ে রাজনীতি

এরপর ৬ পাতায়

ভোট যখন মধ্য গগনে তখনই ফের বাংলায় বড় পদক্ষেপ করল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্য পুলিশ-প্রশাসনে রদবদল আগেই করেছে নির্বাচন কমিশন। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সিপি-ডিজিপি সহ অনেককে। এমনকী সরানো হয়েছে বিডিওদেরও।আর এবার ডেপুটি সিইও পদে রদবদল নির্বাচন কমিশনের। সরানো হয়েছে সুব্রত পালকে। তাঁকে বদলি করা হয়েছে স্বাস্থ্য-দফতরে। তাঁর জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে রাহুল নাথকে।এর মধ্যে নন্দীগ্রামের বিডিও বদল করা হয়েছে বলে খবর। এর আগেও কলকাতার পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে রাজ্যের ডিজিপি সকলকেই বদল করেছে কমিশন। বস্তুত, বাংলায় ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। লাগু হয়েছে আদর্শ আচরণবিধি। কিন্তু, কমিশন ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করার আগে রাজ্য পুলিশে বড় রদবদল করেছে নবান্ন। জানা গিয়েছে, এর আগে ২৭ জন ইন্সপেক্টর ও ১২ থানার আইসি-কে বদলি করা হয়েছে।ভোটের আবহে কমিশনের বড় বদল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ পাল যখন ফুল বেঞ্চ সমেত কলকাতায় আসেন সেই সময় সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন এই সুব্রত পাল। তিনি ২০১৮ সাল থেকে সিইও দফতরে কাজ করছেন। তবে ভোট যখন একেবারে মধ্য গগনে সেই সময় হঠাৎ করেই গতকাল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে, নতুন ডেপুটি সিইও রাহুল আগেও কাজ করেছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁকে বদল করে দেওয়া হয়। তবে, সুব্রত পালকে কী কারণে বদলি তা যদিও আলাদা করে বলা হয়নি। তবে প্রশ্ন উঠছে সুব্রতবাবু যখন কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন, এমনকী তাঁর প্রশংসাও করা হয়েছিল।

হঠাৎ করে কী এমন হল যে তাঁকে বদলানো হল? উঠছে প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, ভোটের আবহে পুরো প্রশাসনে বদল এনেছে কমিশন। রবিবার ৮৪ জন বিডিওকে আগেই বদল করেছে নির্বাচন কমিশন।

সম্পাদকীয়

'অস্ত্র হাতে নিলে ফল ভালো হবে না',

'লাল সন্ত্রাস' প্রাণ কেড়েছে ২০ হাজার তরুণ প্রাণের। প্রভাবিত হয়েছে ১২ কোটি মানুষের জীবন! এমনই দাবি করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ চরম হুঁশিয়ারি দিলেন মাওবাদীদের। তাঁর হুঙ্কার, "অস্ত্র হাতে নিলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।" সেই সঙ্গে শাহর মন্তব্য, সরকার সমস্ত সমস্যা শুনতে, সেগুলোর সমাধান করতে এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রস্তুত।গত কয়েকমাসে মাও-বিরোধী অভিযানের দিকে যদি নজর রাখা যায়, তবে দেখা যাবে নিরপত্তারক্ষীদের লাগাতার অভিযানে পিছু হটেছে মাওবাদীরা। ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা-সহ দেশের মাও অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে হাজার হাজার মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন। যারা অস্ত্র ছাড়েননি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়তে হয়েছে তাঁদের। তবে শুধু মাওবাদীদের মৃত্যু নয়, মাওবাদীদের পালটা জবাবে এখনও পর্যন্ত ৫৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে।তবে সেই সঙ্গেই তাঁর অভিযোগ, যে, নির্দিষ্ট কিছু মতাদর্শ ওই অঞ্চলগুলিতে অবৈধ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি এবং শাসনব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়। যা মনে করিয়ে শাহর হুঁশিয়ারি, সরকার কোনও রকম হুমকির বিরুদ্ধে মাথা নোয়াবে না। সকলের জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথাও বলেন তিনি।

'লাল সন্ত্রাস'কে দেশ থেকে নির্মূল করতে ৩১ মার্চের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই সময়সীমা শেষ হতে আর একদিন বাকি। এমতাবস্থায় ছত্তিশগড়ে বিরাট সাফল্য মিলেছে। সুকমায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল এক মাওবাদীর। জানা গিয়েছে, মৃত ওই মাওবাদী কমান্ডারের নাম মুচকি কৈলাস। তাঁর মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা।

শাহর হুঁশিয়ারি, সরকার কোনও রকম হুমকির বিরুদ্ধে মাথা নোয়াবে না। সকলের জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথাও বলেন তিনি।

সেই সঙ্গে সোমবারও মিলেছে নতুন সাফল্য। অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, ছত্তিশগড়ের বহু নাশকতামূলক হামলার 'মাস্টারমাইন্ড' চেল্লুরি নারায়ণ রাও ওরফে সুরেশ আত্মসমর্পণ করেছেন। বিগত প্রায় চার দশক ধরে তিনি আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁর আত্মসমর্পণকে বড় সাফল্য বলেই মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার ফের 'লাল সন্ত্রাস'-এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন অমিত শাহ।

'লাল সন্ত্রাস'কে দেশ থেকে নির্মূল করতে ৩১ মার্চের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই সময়সীমা শেষ হতে আর একদিন বাকি। এই অবস্থায় লোকসভায় বক্তব্য রাখছেন তিনি।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(বাইশতম পর্ব)

দেবীর রক্ষা করেছিলেন তার পরিবারকে, একথা তার মুখ থেকে প্রকাশ পেয়েছিল, নেওয়া সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময়ে এ কথা জানিয়েছিল| বহু বছর আগেকার কথা, হেদিয়ার দুখিরাম সরদারকে স্বয়ং মা বনবিবি তাকে রক্ষা করেছিলেন। এসব ইতিহাস সত্য, আজও মানুষের মুখে প্রকাশ পায়। সেই কারনে আদিম কাল থেকে শুধু নয় আজও দেব চেতনার পেছনে মানুষের, ভয়, বিস্ময় ও ভক্তি কাজ করেছে। আদিম মানুষ পাশের জগৎ জীবন ও তার বিস্ময়কর প্রকাশকে দেখে কোথাও বিস্মিত হয়েছে,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ভোটের দিনে ছুটি ঘোষণা করে দিল রাজ্য, নির্দেশিকা জারি অর্থ দফতরের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের দিন সংশ্লিষ্ট এলাকায় বেতন-সহ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক ভোটার নির্বিঘ্নে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, কোনও সংস্থা বা নিয়োগকর্তা যেন কর্মীদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা না দেন। এমনকি যাঁরা অন্যত্র কর্মরত হলেও সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভোটার, তাঁদেরও ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। নির্দেশ অমান্য করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়াও ভোটের দিনগুলিকে 'ড্রাই ডে' ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ, ওই দিন মদ বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়। প্রশাসনের মতে, এই পদক্ষেপ ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়াতে সহায়ক হবে এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করবে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে এই ছুটির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, 'ভিলেন্‌ডর্ফের ভেনাস' নামের প্রত্নতত্ত্বলব্ধ সর্বপ্রাচীন মাতৃমূর্তিকার দৃষ্টান্তেও এই প্রথারই চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে।" (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন ৬২-৩)।

ভিলেনডর্ফের ভেনাস ইউরোপের একটি মাতৃকামূর্তি। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্য স্বাস্থ্য পরিষেবাকে অগ্রাধিকার প্রদান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভূমিকা

ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবা এক রূপান্তরমূলক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ২০২৫-২৬ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য আওতার একটি রোডম্যাপ তৈরি করেছে। এই বাজেটে যুবসমাজ এবং প্রবীণ নাগরিকদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অসংক্রামক ব্যাধি (NCDs) মোকাবিলার পাশাপাশি, ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি, মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং বায়োফার্মা খাতের ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে ১,০৬,৫৩০.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে—যা গত ১২ বছরে ১৯৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগকে ৪,৮২১.২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারি ব্যয়ের এই ক্রমবর্ধমান হার সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা এবং চিকিৎসা গবেষণায় উদ্ভাবনের প্রতি সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রদর্শন করে।

বাজেট ২০২৬-২৭: স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বরাদ্দসমূহ

গত এক দশকের প্রবণতা বজায় রেখে এ বছরও বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রধান প্রকল্প ও কর্মসূচি (কোটি টাকায়):

প্রকল্প/কর্মসূচি	বাজেট বরাদ্দ ২০২৬-২৭	সংশোধিত বরাদ্দ ২০২৫-২৬	বৃদ্ধি (%)
আয়ুষ্মান ভারত (PM-JAY)	৯,৫০০.০০	৯,০০০.০০	৫.৫৬%
জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (NHM)	৩৯,৩৯০.০০	৩৭,১০০.০৭	৬.১৭%
PM স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা (PMSSY)	১১,৩০৭.০০	১০,৯০০.০০	৩.৭৩%
জাতীয় এইডস ও এসটিডি নিয়ন্ত্রণ	৩,৪৭৭.০০	২,৬৬১.৫০	৩০.৬৪%
PM-ABHIM (স্বাস্থ্য পরিকাঠামো)	৪,৭৭০.০০	২,৮৪৫.০০	৬৭.৬৬%
AIIMS, নয়াদিল্লি	৫,৫০০.৯২	৫,২৩৮.৭০	৫.০১%
ICMR (চিকিৎসা গবেষণা)	৪,০০০.০০	৩,১৫০.৫০	২৬.৯৮%

২০১৮ সালে চালু হওয়া আয়ুষ্মান ভারত (AB-PMJAY) বিশ্বের বৃহত্তম জনস্বাস্থ্য প্রকল্প। এটি প্রতি বছর যোগ্য পরিবার প্রতি ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বীমা প্রদান করে, যা ১২ কোটিরও বেশি পরিবারের জন্য উন্নত চিকিৎসা সাশ্রয়ী করে তুলেছে।

বাজেট ২০২৬-২৭: নতুন উদ্যোগসমূহ

বাজেটে ঘোষিত নতুন উদ্যোগগুলি মূলত স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্ব দিচ্ছে:

* দক্ষতা বৃদ্ধি: পাঁচ বছরে ১ লক্ষ প্যারামেডিক্যাল কর্মী এবং ১.৫ লক্ষ কেয়ারগিভার তৈরি করা হবে।
* ক্যানসার চিকিৎসা: জীবনদায়ী ওষুধের দাম কমাতে কাস্টমস ডিউটি প্রত্যাহার করা হবে।
* মানসিক স্বাস্থ্য: উত্তর ভারতে NIMHANS-2 স্থাপন করা হবে।
* ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা: আয়ুর্বেদকে বিশ্বমানের স্তরে উন্নীত করা হবে।

অসংক্রামক ব্যাধির (NCDs) প্রাদুর্ভাব

২০২৫-২৬ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতে গড় আয়ু ১৯৭৩ সালের ৪৯.৭ বছর থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ৭০.৩ বছর হয়েছে। তবে, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা এবং ক্যানসারের মতো অসংক্রামক ব্যাধি (NCDs) বর্তমানে বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২১-২৩ সালে দেশের মোট মৃত্যুর ৫৭% ছিল এই অসংক্রামক ব্যাধির কারণে। সরকার এগুলি নিয়ন্ত্রণে National Programme for Prevention and Control of NCDs পরিচালনা করছে।

আয়ুষ (AYUSH)

কোভিড-পরবর্তী বিশ্বে প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার চাহিদা আয়ুর্বেদ ও আয়ুষ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০২৬-২৭ সালের বাজেট আয়ুষকে কেবল একটি চিকিৎসা পদ্ধতি নয়, অর্থনৈতিক সুযোগ হিসাবেও তুলে ধরেছে। এর ফলে, ভেষজ এবং প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত যুবকরা লাভবান হবেন। জামনগরে WHO গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল মেডিশন সেন্টার-এর মানোন্নয়ন ভারতকে তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক প্রাচীন চিকিৎসা গবেষণার কেন্দ্রে পরিণত করবে।

উপসংহার

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, উত্তর ভারতে নিমহ্যান্স-২ (NIMHANS-2) প্রতিষ্ঠা এবং আয়ুষের বিশ্বায়ন—এই সব কিছুই ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

আমেরিকার এ কী মারাত্মক ক্ষতি করল ইরান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সৌদি আরবে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে আমেরিকার একটি 'ই-৩ সেন্ট্রি' রাডার বিমান ধ্বংস হওয়ার ফলে দূর থেকে ইরানের হুমকি শনাক্ত করার মার্কিন সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এমনটাই বলছেন বিশ্লেষকেরা। মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম, সিএনএনের বিশ্লেষণ করা ছবিতে দেখা গেছে, ধ্বংস হওয়া বিমানটির লেজ ভেঙে গেছে এবং এর ওপর থাকা বিশেষ গোলাকার রাডারটি মাটিতে পড়ে আছে।এদিকে, ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) নৌবাহিনীর প্রধান আলিরেজা তাংগসিরির নিহত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছে ইরান। আইআরজিসির এক বিবৃতির বরাত দিয়ে ইরানের সংবাদ সংস্থা আইআরএনএ জানায়, তাংগসিরি 'তাঁর আঘাতের তীব্রতার' কারণে মারা গেছেন।

গত সপ্তাহে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাৎজ বলেছিলেন, ইজরায়েলি সেনাবাহিনী হামলা চালিয়ে ইরানের নৌবাহিনীর প্রধান আলিরেজা তাংগসিরিকে হত্যা করে। তখন এ বিষয়ে ইরানের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।আকাশপথের আগাম সতর্কতা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (এডব্লিউএসিএস)-এর এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই রাডার। সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান বিমানঘাঁটিতে ওই হামলার ঘটনা ঘটে।

সামরিক বিশ্লেষক ও সাবেক মার্কিন কর্নেল সেড্রিক লেইটন বলেন, এই বিশেষ রাডার বিমান ধ্বংস হওয়া আমেরিকার নজরদারি সক্ষমতার জন্য একটি বড় আঘাত। এর ফলে মার্কিন যুদ্ধবিমান নিয়ন্ত্রণ করা এবং শত্রুবিমান বা ক্ষেপণাস্ত্রের হাত থেকে সেগুলো রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। এই রাডার বিমানগুলো দশকের পর দশক ধরে মার্কিন সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করছে। এটি আকাশ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার বর্গমাইল এলাকাজুড়ে নজরদারি চালাতে পারে। আমেরিকার কাছে এমন ১৭টি বিমান রয়েছে, যা তাদের জন্য এক বড় শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

সপ্তাহান্তে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধ্বংস হওয়া বিমানটির ছবি ছড়িয়ে পড়ে। স্যাটেলাইট ছবির সঙ্গে মিলিয়ে সিএনএন নিশ্চিত করেছে যে হামলাটি সৌদি আরবের ওই বিমানঘাঁটিতেই হয়েছে। সিএনএনের আগের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছিল, এই হামলায় অন্তত ১০ জন মার্কিন সেনাসদস্য আহত হয়েছেন। তবে কেউ মারা যাননি।

(১ম পাতার পর)

বাসন্তীতে পুলিশকে বাঁশপেটার অভিযোগ, অভিযুক্ত ৬০ বছরের বৃদ্ধ-সহ ধৃত একাধিক

জানানো হয়েছে, আইসির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হবে।ভিডিয়োতে তাঁকে গাছের গুঁড়ি নিয়ে পুলিশকে মারতে দেখা গিয়েছিল। গ্রেফতার হওয়া বাকি দুই অভিযুক্তের নাম আরাফ মল্লিক এবং আবু বকর আলি গাজী। পুলিশ জানিয়েছে, আইন হাতে তুলে নেওয়া এবং সরকারি কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় কোনও আপোস করা হবে না। গত বৃহস্পতিবার বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দারের প্রচারের সময়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাসন্তী।

অভিযোগ, প্রচারের মাঝেই তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা হামলা চালায়। বাঁশ, লাঠি, রড নিয়ে চলে হামলা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। কিন্তু সেখানে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশও।

(৩ পাতার পর)

হলদিয়ার সভা থেকে মমতাকে আক্রমণ শুভেন্দু-ধর্মেন্দ্রর

করছেন তিনি।

সোমবার হলদিয়ায় মনোনয়নপত্র জমা দেবার আগে, সভা থেকে তৃণমূলকে হারানোর ডাক দিয়েছেন তিনি। তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে। তিনি বলেন, 'হলদিয়া সাবডিভিশনে গতবার ২-১ ফল হয়েছিল। আজ আমরা সবাইকে কথা দিচ্ছি এবার ৩-০ করব।' তার দাবি, 'সব বুথে ৫০০ ভোটের লিড থাকবে।'

শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, 'পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ হতে দেওয়া যাবে না। জামাতিদের হাতে যেতে দেবো না। মানুষ জেগেছে। বাংলাকে বাঁচাতে হবে।' ২০২৬ সালের নির্বাচনে তৃণমূলকে বিসর্জন দেওয়ার ডাক দিয়ে শুভেন্দু বলেন, মে মাসের চার তারিখে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার হবে। তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর দাবি, 'নন্দীগ্রামের মত মমতা ব্যানার্জি ভবানীপুরেও হারছেন।'

এই সভা থেকেই ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, 'বাংলাকে জামাতের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। সেটার জন্য শুভেন্দুর হাত শক্ত করতে হবে। এবার মমতাদির কাছে কোনও ইস্যু নেই।' ধর্মেন্দ্র প্রধানের দাবি, তৃণমূলের কাছে বলার মত কিছু নেই। তাঁরা কোনও কাজ করেনি। সেই কারণেই খাবার নিয়ে রাজনীতি করছেন তিনি। প্রধান বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি বিজেপি জিতলে মাছ-ডিম খাওয়া বন্ধ করে দেবে। তিনি মনে করিয়ে দেন রবিবার তিনি নন্দীগ্রামে ছিলেন। বিজেপি নেতা হয়েও সেখানে তিনি মাছ খেয়েছেন এবং তিনি মাছ ও ডিম দুটিই খান। তাঁর অভিযোগ, তিনি মানুষের জন্য কোনও কাজ করেননি। হেরে যাওয়ার ভয়েই বিজেপি প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা কথা বলছেন।

(৪ পাতার পর)

ভোটের দিনে ছুটি ঘোষণা করে দিল রাজ্য, নির্দেশিকা জারি অর্থ দফতরের

নির্দেশিকা জারি করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অর্থ দফতরের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভোটের দিন সংশ্লিষ্ট এলাকায় বেতন-সহ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক ভোটার নির্বিঘ্নে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রাজ্যে একাধিক দফায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফার ভোট ২৯ এপ্রিল। এই দিনগুলিতে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এলাকায় সমস্ত সরকারি দফতর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক সংস্থা ও শিল্প ইউনিটের কর্মীদের ছুটি দিতে হবে। এই নির্দেশ কার্যকর হবে রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল অ্যাক্ট ১৯৫১-এর আওতায়।

সিনেমার খবর

‘ধুরন্ধর ২’ ভারতীয় সিনেমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে: রণবীর সিং

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অবশেষে মুক্তি পাচ্ছে গত বছরের ডিসেম্বরে প্রেক্ষাগৃহে আসা ব্লকবাস্টার ছবি ‘ধুরন্ধর’-এর বহুল কাঙ্ক্ষিত সিক্যুয়েল ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’। মুম্বাইয়ে জাঁকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর মিউজিক লঞ্চ সম্পন্ন হলো।

সেখানে উপস্থিত হয়ে অভিনেতা রণবীর সিং প্রথম কিস্তির অভাবনীয় সাফল্য এবং আসন্ন সিক্যুয়েল নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

আদিত্য ধর পরিচালিত এই ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম ছবির সাফল্যের কথা স্মরণ করে রণবীর বলেন, ‘বন্ধুরা, আপনারা আমাদের সিনেমাটিকে একটি ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। এটি কেবল আপনাদের ভালোবাসা ও সম্মানের কারণেই সম্ভব হয়েছে। আজ পুরো বিশ্বের চলচ্চিত্রপ্রেমী দর্শকদের আমাদের টিমের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।’

সিনেমাটির দ্বিতীয় কিস্তি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে, তা রণবীরের কাছেও অভাবনীয়। অভিনেতা বলেন, ‘এখন ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ মুক্তির অপেক্ষায়। শুধু দেশেই নয়, সারা বিশ্বের মানুষ এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমরা দর্শকদের এই উন্মাদনা এখনো অনুভব করার চেষ্টা করছি; এটি সত্যিই দারুণ এক অনুভূতি।’

ভারতীয় সিনেমার প্রেক্ষাপটে এই ছবির গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি যোগ করেন, ‘আমি এতটুকু বলতে পারি, ভারতীয় সিনেমার ভবিষ্যৎ এখন ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ নির্ধারণ করবে।’

এদিন মিউজিক লঞ্চ অনুষ্ঠানে রণবীরের সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন সহ-অভিনেত্রী সারা অর্জুন এবং সিনেমার সংগীত দলের সদস্য শাশ্বত সচদেব, জেসমিন স্যান্ডলাস, খান সাব, সুধীর যদুবংশী ও শাহজাদ আলী।

আদিত্য ধর পরিচালিত এই সিনেমায় রণবীর সিং ছাড়াও অভিনয় করেছেন অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, সারা অর্জুন, রাকেশ বেদি প্রমুখ। বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) হিন্দি, তামিল, তেলুগু, মালয়লাম ও কন্নড়—এই পাঁচটি ভাষায় সিনেমাটি বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে।

‘ধুরন্ধর’-এ সুযোগ না পাওয়া নিয়ে মুখ খুললেন অক্ষয় কুমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পরিচালক অদিত্য ধর-এর ‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পাননি বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমার। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে ‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় অভিনয় করা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি হয়তো মানানসই ছিলাম, কিন্তু পরিচালক তা মনে করেননি, তাই আমি সুযোগ পাইনি।

অক্ষয় ‘সূর্যবংশী’-এর সহশিল্পী রণবীর সিং-এর অভিনয়ও প্রশংসা করেছেন। তার মতে, সিনেমাটি একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন ফিল্ম এবং দর্শকরা এটি বেশ পছন্দ করেছেন।

এছাড়াও অক্ষয় কুমার দর্শকদের বদলে যাওয়া পছন্দের কথাও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, একসময় অ্যাকশন সিনেমা খুব জনপ্রিয় ছিল, এখন মানুষ হরর-কমেডির দিকে ঝুঁকছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি স্ত্রী সিনেমার সাফল্য উল্লেখ করেছেন।

অক্ষয় সম্প্রতি মুম্বাই সিটি কর্পোরেশন (বিএমসি)-এর ‘মুম্বাই ক্লিন লিগ’ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বের ওপরও জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, পরিচ্ছন্নতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই কাজের ফাঁকেও এখানে আসা দরকার মনে করেছি। আমাদের ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগোতে হবে।

তার আসন্ন সিনেমার মধ্যে রয়েছে প্রিয়দর্শন পরিচালিত ‘ভূত বাংলা’ এবং রোহিত শেঠী পরিচালিত ‘গোলমাল ৫’, যেখানে তার সঙ্গে অভিনয় করবেন অজয় দেবগনসহ আরও অনেকে।

বিয়ের গুঞ্জন আনুশকার, ক্ষোভ জানালেন অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন দক্ষিণি সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী আনুশকা শেঠি। দুই পরিবারের সম্মতিতে ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ের পরিকল্পনাও হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন কথা কয়েকদিন ধরে চলছে।

তবে গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি আনুশকার টিম থেকে জানানো হয়েছে, কারো ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলার আগে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করা উচিত।

আনুশকার টিমের পক্ষ থেকে লিখিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সঠিক তথ্য আর গুজবের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় সেই পার্থক্য এড়িয়ে যাওয়া হয়। কারো ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে শিরোনাম তৈরি করার আগে অন্তত একটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করুন।

বিবৃতিতে বলা হয়, বিয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়। এ ধরনের সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশের আগে কিছু সীমারেখা মেনে চলা উচিত।

একই সঙ্গে তারা আহ্বান জানায়, পুরুষ অভিনেতাদের মতো নারী অভিনেত্রীদের প্রতিও সমান সম্মান দেখানো প্রয়োজন।

এদিকে বিয়ের গুঞ্জনের পর তার বয়স নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। আনুশকার এ বিষয়টি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তার টিম। তাদের জানিয়েছে, বারবার ৪৪ বছর বয়সটিকে সামনে আনা হচ্ছে কেন? এতে কি বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে যে এই বয়সে বিয়ে করা কোনো অস্বাভাবিক বা বিতর্কিত বিষয়? যদি বয়স এত গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে পুরুষ অভিনেতাদের ক্ষেত্রে এই আলোচনা কেন হয় না? নারীদের ক্ষেত্রেই কেন ভিন্ন মানদণ্ড?

রোহিত-রিকেল্টনের তাণ্ডবে রেকর্ড জয় মুম্বাইয়ের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ এক যুগের অবসান। ২০১২ সালের পর প্রথমবারের মতো আইপিএলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয়ের দেখা মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। রোহিত শর্মা ও রায়ান রিকেল্টনের তাণ্ডবে রেকর্ড গড়েই জিতল মুম্বাই।

রবিবার (২৯ মার্চ) মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় আইপিএলের অন্যতম সফল এই দুই দল। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৪ উইকেট হারিয়ে ২২০ রান সংগ্রহ করে কলকাতা। জবাব দিতে নেমে রোহিত শর্মা ও রায়ান রিকেলটনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ভর করে ১৯.১ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় মুম্বাই।

আইপিএল ইতিহাসে এটিই মুম্বাইয়ের সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়। এর আগে ২০২১ সালের টুর্নামেন্টে চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে ২১৯ রান তাড়া করে জিতেছিল দলটি। আর এই জয়ে ১৩ বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়ে আসরের প্রথম ম্যাচ জিতল তারা।

বিশাল লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে পাওয়ার প্লেতেই কলকাতাকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দেন রোহিত শর্মা ও রায়ান রিকেল্টন। দুজনের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে প্রথম ৬ ওভারে ৮০ রান করে ফেলে মুম্বাই। পরে একই ছন্দে এগিয়ে উদ্বোধনী জুটিতে মাত্র ৭১ বলে ১৪৮ রান যোগ করেন তারা।

প্রায় ৯ মাস পর টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমে ৩ চার ও ৫ ছক্কায় মাত্র ২৩ বলে আইপিএল ক্যারিয়ারের ৫০তম ফিফটি করেন রোহিত। আইপিএলে এটিই তার দ্রুততম ফিফটি। অন্য প্রান্তে ঝড় তোলা রিকেল্টন ২ চারের সঙ্গে ৬টি ছক্কা মেরে ২৪ বলে করেন ফিফটি।

দ্বাদশ ওভারে বৈভব অরোরার বলে ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হন রোহিত। ৬টি করে চার-ছক্কায় ৩৮ বলে তিনি করেন ৭৮ রান। এ নিয়ে কলকাতার বিপক্ষে তার রান হলো ১ হাজার ১৬১। আইপিএলে এত দিন নির্দিষ্ট দলের বিপক্ষে সর্বোচ্চ রান ছিল বিরাট কোহলির, পাঞ্জাবের বিপক্ষে ১ হাজার ১৫৯।

এরপর সূর্যকুমার যাদব বেশি কিছু করতে পারেননি। ৩ চারে ৮ বলে ১৬ রান করে ফিরে যান অভিজ্ঞ ব্যাটার। অনুকূল রায়ের দুর্দান্ত ফিল্ডিংয়ে রান আউট হন রিকেল্টন। ফেরার আগে ৪ চারের সঙ্গে ৮ ছক্কায় ৪৩ বলে ৮১ রান করেন প্রোটিয়া উইকেটকিপার-ব্যাটার। পরে জয় পেতে তেমন বেগ পায়নি মুম্বাই। ৪ চারে ১৪ বলে ২০ রান করে আউট হন তিলক বর্মা। আর ১১ বলে ১৮ রান করে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকে ঝড় তোলেন কলকাতার দুই ওপেনার ফিন অ্যালেন ও অজিঙ্কা রাহানে। দুজন মিলে মাত্র ৩২ বলে গড়েন ৬৯ রানের জুটি। ৬ চার ও ২ ছক্কায় মাত্র ১৭ বলে ৩৭ রান করে ফেরেন অ্যালেন।

তিন নম্বরে নেমে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি ক্যামেরন গ্রিন। ১০ বলে ১৮ রান করে ফিরলে ভাঙে ২১ বলে ৪০ রানের জুটি। অন্য প্রান্তে তাণ্ডব চালিয়ে যান রাহানে। ৩ চারের সঙ্গে ৪টি ছক্কা মেরে ২৭ বলে ফিফটি পূর্ণ করেন কলকাতা অধিনায়ক। পঞ্চাশের পর অবশ্য তেমন কিছু করতে পারেননি রাহানে। সব মিলিয়ে ৩ চার ও ৫ ছক্কায় ৪০ বলে ৬৭ রান করে আউট হন অভিজ্ঞ ব্যাটার।

এরপর ঝড় তোলেন আঙ্কৃশ রঘুবংশী ও রিঙ্কু সিং। দুজনের জুটিতে আসে ৩০ বলে ৬০ রান। মাত্র ২৯ বলে ৫১ রানের ইনিংস খেলে আউট হন রঘুবংশী। ২১ বলে ৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন রিঙ্কু। মুম্বাইয়ের হয়ে ৩৯ রানে ৩ উইকেট নেন শার্দুল ঠাকুর

রেকর্ড বইয়ে নাম লেখালেন সূর্যকুমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সূর্যকুমার যাদব পড়াশোনায় কখনোই ভালো ফলাফল করতে পারেননি, তবে ক্রিকেটের দুনিয়ায় তিনি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন এবং প্রতিনিয়ত করছেনই। তার ক্রিকেট জীবনের এই সাফল্য তার কঠোর পরিশ্রম ও ভালোবাসার ফল। সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন।

ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে তার সাফল্যের হার ৮২ শতাংশ। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অন্তত ৫০ ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়া ৩২ জন অধিনায়কের মধ্যে সূর্য সাফল্যের শতকরা হারে শীর্ষে রয়েছেন। তার পরেই আছেন আফগানিস্তানের সাবেক অধিনায়ক আসগার আফগান (৮১%) এবং ভারতের আরেক অধিনায়ক রোহিত শর্মা (৭৯.৮৩%)।

ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'পড়াশোনায় যেসব নম্বরের জন্য আমি চেষ্টা করতাম, ক্রিকেটে তা এখন অর্জন করতে পারছি। তবে পরিসংখ্যানকে আমি খুব গুরুত্ব দেই না, কারণ আমি চাই সব ম্যাচই জিততে।'

সূর্যকুমারের বাবা আশোক কুমার যাদব ছিলেন ভাভা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টারের তড়িৎ প্রকৌশলী। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে পড়াশোনায় মনোযোগী হোক, কিন্তু সূর্যর আগ্রহ ছিল ক্রিকেটে।

তার পরিবার বুঝতে পেরেছিল যে ছেলের আগ্রহ আর পথ আলাদা, তাই তারা তাকে খেলার ক্ষেত্রে পুরো সমর্থন দিয়েছেন। সূর্যকুমার বলেন, 'আমার পরিবার শুরুতে চেষ্টা করেছিল আমাকে শিক্ষিত করার, কিন্তু পরে তারা বুঝে যান, আমাকে আটকে রাখা যাবে না। তারা বলেছিল- তুমি খেলা চালিয়ে যাও, আমরা তোমার পাশে আছি।'

এই সমর্থনই সূর্যকুমারকে নিজের স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই ধারাবাহিক ফর্ম এবং পারফরম্যান্স ধরে রাখলে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরাদের একজন হতে পারবেন সূর্যকুমার, এমনটাই প্রত্যাশা তার পরিবার ও সমর্থকদের।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR